মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডি ও নং পাপাঅ/মপা/২০১৫/৫৮৮ তারিখ ঃ ১৪/০৫/২০১৫ খ্রি:

প্রিয় সহকর্মী,

শুরুতেই শুভেচ্ছা জানাই। তারপর? তারপর আর কী। প্রথামত বলতেই হয় আশা করি পরিবারের অনেকেই ভালো আছেন অথবা কেউ খারাপ আছেন অথবা কোনো সমস্যা বা যন্ত্রনায় আছেন। সে যা হোক আমার এই পত্রটি যারা পাঠ করবেন তারা বেঁচে আছেন সে সম্বন্ধে আমি ১০০ ভাগ নিশ্চিত। যারা সুস্থভাবে বেঁচে আছেন এবং কাজেকর্মে তাজা আছেন তাদের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

অভিনন্দন এই কারণে যে আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন। বেশ ভালোভাবেই মাঠে গ্রামে-গঞ্জে, কেন্দ্রে ক্লিনিকে, রান্নাঘরে, বসার ঘরে বা কারো আঙ্গিনায় আপনারা কেউ কেউ খুব শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যারা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন তাদের জন্য ২০১৫ সালেও আমরা ২০১১ সালের জরিপের সীমানায় স্থির হয়ে আছি।

এখন প্রশ্ন হলো আপনি আগাবেন না পিছাবেন? আপনার বয়স কিন্তু স্থির নেই। আপনার ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়ছে, গাছপালা বড় হচ্ছে। আপনার পরিবার বড় হচ্ছে চাহিদা বাড়ছে। ঈদ আসছে বাজেট বাড়বে। দুনিয়ার সব কিছু বাড়ছে সাথে সাথে জন্মহার বাড়ছে। এখন যদি আপনি বলেন সবই বাড়ছে যখন তখন মানুষও বাড়বে। সমস্যা কী? না এই যুক্তিতে যদি আমরা থাকি তাহলে তো এই অধিদপ্তরের দরকার নেই আমাদের চাকরিরও দরকার নেই। সবকিছু ত্যাগ করে আমাদের জল ত্যাগ, মল ত্যাগ এবং অন্য কিছু ত্যাগেই আমাদের জীবন ত্যাগ করতে হবে।

বিষয়টি শুয়ে শুয়ে বসে বসে অবসরে একটু চিন্তা করেন। দুনিয়ার সবকিছু বাড়বে শুধু মানুষ কম থাকবে। এই মানুষ যাতে কম আসে কম বাড়ে এই বেতাল কাজটাই আমাদের করতে হচ্ছে। কাজটি বেশ কঠিন আবার সোজা। আপনি যদি বোঝা মনে করেন তাহলে বোঝা, আর সোজা মনে করলে সোজা।

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সরকার, ডোনার এজেন্সি সহ UNFPA, বিশ্বব্যাংক কেউ সন্তুষ্ট নয়। কারণ কার্যক্রম যেমন ছিল তেমন আছে। কর্মীরা ঘুরছে বা কাজ করছে কাদের পাশে? তারা কী আছে না নেই। এই কথার জবাব নেই। কাজেই এখন হিসাব দিতে হবে। প্রতিবছর এই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্য খরচ হয় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে প্রায় ১৭শ কোটি টাকা। ১৬ কোটি মানুষকে নগদ টাকা দিলে মাথাপিছু ১০০ টাকার উপরে পাবে। আমরা যদি কাজ না করি এবং কাজ যে করেছি তার প্রমাণ না দেখাতে পারি আমাদের দপ্তরের প্রয়োজন কী?

আমাদের স্বার্থ আমাদের চিন্তা করতে হবে। সরকারের স্বার্থ মানে জনগনের স্বার্থ। আপনি আগে গ্রামে বসবাস করতেন। এখন কমপক্ষে উপজেলা শহরে বসবাস করছেন। আপনার উন্নতি হয়েছে কিন্তু গরিব মানুষের আর্থিক, শারিরিক উন্নতি হয়নি। তাহলে কি দাঁড়ালো। আমরা ঠিকমত সাচ্চা দিলে আচ্ছা কাজ না করে বেতন নিচ্ছি অথচ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে নানান অজুহাত দেখিয়ে যাচ্ছি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন। যা করছি তা ঠিক না বেঠিক?

মনের বিপরীত শব্দ হচ্ছে বিবেক। বিবেক কী বলে? আস্তে আস্তে কি বলে? না ঠিক হচ্ছে না। তাহলে ঠিক কোনটা? যদি একবার বলে ফাঁকি দিচ্ছি তাহলে আজ হতে শপথ হবে। নো ফাঁকি নো হাংকি মাংকি? আমার দায়িত্ব ঠিকভাবে করবো, সঠিকভাবে সময় মতো করবো। এটাই হবে প্রকৃত এবাদত। চাকরিও একটা এবাদত এই কথাটা ভুললে কিন্তু সর্বনাশ। আমাদের অধিদপ্তরের আছে সাফল্যমন্ডিত চমৎকার ইতিহাস। আমরা কী সেই গর্বিত ইতিহাসের অংশীদার নই? আপনার আগের জন কত সুন্দর ভাবেই না কাজ করে গেছেন। আজ আপনার আমার কাজ করার দিন। ফুল ফোটানোর দিন। আলো ধরার দিন। স্বপ্ন আশাকে বাস্তবায়নের দিন। এই দিনে কী না আমরা রাত নামিয়ে আনছি। কি ভয়ংকর অবস্থা একটু চিন্তা করেন তো ।

আমরা কি অলস? আমরা কী ফাঁকিবাজ নাকি উদাসীন? যদি তাই হয় তাহলে আপনার স্বামী, আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনও আপনাকে ফাঁকি দিবে। এই দুনিয়ায় সবকিছুর হিসাব হবে। রোজা রেখে জলে ডুব দিয়ে জল খেলেও হিসাব দিতে হবে। ডানহাত বামহাত আর অজুহাত হবে বজ্রপাত। আপনার প্রজন্ম পাবে না ভাত। জীবনে পোহাইবে না রাত। আপনি কী ভাবছেন দুনিয়া এমনি এমনি চলছে? একটা নিয়মে সূর্য উদিত হয় আর অস্ত যায়। চাকরিরও একটা নিয়ম আছে জীবন চক্রেরও একটা নিয়ম আছে। মানে তাল আছে ছন্দ আছে। আপনি হারাবেন তাল সবকিছু বেতাল।

আমরা যদি কেউ কাজ না করি তাহলেও জীবন চলবে কাজ করলেও জীবন যাবে। চালালেই চলে।

অভিজ্ঞতায় বলে
চালালেই চলে
সংসারে তুমি যদি
পড় গ্যাড়াকলে
আত্মীয় স্বজনে
নানা কথা বলে
ভালোমন্দ মিলিয়ে
যাবে দিন চলে।

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাজ করলেও দিন যাবে না করলেও দিন যাবে। কিন্তু দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে প্রকৃতি বিচার করবে। প্রশ্ন আসবে কী ভাবে? এই ভাবে। আমরা মাটি, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো এবং বৃক্ষের ছায়া বা ফলমূল খুব স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে থাকি তাই না? যদি এসব খুব সহজে না পাই তাহলে কী আমরা বাঁচবো? নিশ্চয়ই বাঁচবো না। তো ওদের কাজ কী? ওদের মূল কাজ হলো পৃথিবীর জীবজন্তুকে বাঁচিয়ে রাখা। আমরাও জীবজন্তুর অন্তর্ভূক্ত তাইনা? এখন মাটির স্বভাব কী? সূর্যের স্বভাব কি? পানির স্বভাব কী? সকল জীবনকে বিনা ওজর আপত্তিতে বাঁচিয়ে রাখা । ঠিক? আমরা মাটির উপর চলছি বসত করছি ফসল উৎপাদন করছি সূর্যের আলো পাচ্ছি। পানি পাচ্ছি খাচ্ছি। বৃক্ষের ছায়া, ফুল, ফল পাচ্ছি ওদের স্বভাব হলো অন্যকে বাঁচিয়ে রাখা। আমরা ওদের দয়ায় বেঁচে আছি। মানে মানুষ পরের ধনে পোদ্দারী করে তাই না? তো অন্যের দয়ার উপর বেঁচে থেকে অন্যকে যদি সাহায্য না করি তাহলে বেঈমানী হলো না?

অকৃতজ্ঞ হলাম না? যদি অন্যের উপকার না করি অন্যকে বিপদে সাহায্য না করি আমার উপরে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করি তাহলে মাটি অভিশাপ দিবে; পানি অভিশাপ দিবে, সূর্যের আলো অভিশাপ দিবে, বৃক্ষ অভিশাপ দিবে, বাতাস অভিশাপ দিবে। তাদের অভিশাপে আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হবো। এটা হলো প্রকৃতির বিধান। অনেকে বলেন প্রকৃতি মানেই সৃষ্টিকর্তা।

এই কারনে খুব সাবধান ফাঁকি দেয়ার আগে হিসাব করবেন কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন। অন্যকে নয় সরকারকে নয় আদতে ফাঁকি দিচ্ছেন নিজেকে। আপনার পরিবারকে। আপনি যদি আপনার সন্তানকে, মা-বাবাকে, ভাইবোনকে ভালোবাসেন তাহলে নিশ্চয় দেশকে ভালোবাসেন। অবশ্যি ভালোবাসেন। একশতভাগ ভালোবাসেন। এখন ঐখান হতে একটুখানি ভালোবাসা নিয়ে আপনার দায়িত্বপালনে ব্রতী হয়ে দায়িত্ব কর্তব্যকে ভালোবাসেন। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ভালো কাজের জন্য আপনি এলাকায় এবং মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ হতে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবেন।

আমরা যখন ঘুমাই তখন কলিকাল, যখন জাগি তখন দ্বাপর, যখন দাঁড়াই তখন ত্রেতা। আর যখন বলতে শুরু করি মানে কাজ শুরু করি তখনই সত্যযুগ বা সত্যকাল। আসুন আমরা কাজ করি নিজেকে গড়ি দেশের জন্য কিছু করি কষ্ট করে লড়ি। সোনার বাংলা নির্মাণ করি।

শেষ করার আগে ধাঁধা। বলুনতো বাতাস কী ভাবে ধরা যায়? আর মৃত থেকে জীবিত, জীবিত থেকে মৃত কী জিনিস?

কাটলে বেড়োয় না রক্ত
কাটাও নয় শক্ত।
কাটি আমি যতবার
জোড়ালাগে ততবার।

এটা কী জিনিস? যদি বলতে পারেন তাহলে আপনি বুদ্ধিমান, পুষ্টিমান এবং স্বাস্থ্যবান আর কর্মী মানুষ। আর না বলতে পারলে যা ভেবেছি তাই।

’ বারো কোটি মানুষের
তের কোটি মত
সকলেই দাবী করে
আমি বেশি সৎ।
আছে যত খারাপি
আর যত অন্যায়-
কে করে ?
কিছু করে বাতাসে
আর করে বন্যায়!

আপনি কী এই কথায় বিশ্বাস করেন? যদি না করেন তাহলেই আমরা খুশি এবং প্রণোদিত। না হলে সসেমিরা।

মনোযোগ দিয়ে পড়ে যদি আপনার মনে একটুখানি ধাক্কা লাগে একটুখানি মনোজগতের পাথর নড়াচড়া করে তবেই আমি স্বার্থক। নতুবা ব্যর্থক।

যা নিবার নিন, জানিবার জন্য নিন
পড়িবার জন্য নিন, পরিবারের জন্য নিন।

কী নিবেন কী দিবেন একটু ভাবেন। শুদ্ধভাবে যা চাবেন তা পাবেন।
ভালো থাকুন ভালো রাখুন।

শুভ কামনায়

১৪/৫/১৪

মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

প্রাপক :

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন
সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।